সংবাদ

তারিখ AUG 31 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

অবহেলিত দ্বীপ উড়িরচর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে পড়ালেখা ছেড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা

তনিধি, সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম)

দ্বীপের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উড়িরচর। ১৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ের আগে দ্বীপটির স্তিত্ব সম্পর্কে দেশ-বিদেশে তেমন রিচিতি ছিল না। ১৯৮৫ সালে সংঘটিত র্ণিঝড়ে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর টনা বিভিন্ন মিডিয়ার প্রচারণার মধ্য দিয়ে চ্ছিন্ন দ্বীপটি সম্পর্কে সবার কৌতূহল ড়ে। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে ৎকালীন প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদসহ শ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিনিধি ও ট্টনায়কদের পদচারণায় দ্বীপটির পুনর্জন্ম ট। প্রশাসনিক নির্দেশে উড়িরচরকে ন্দ্বীপের একটি ইউনিয়ন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রা হয়। স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের প্রত্যাশায় ন্দ্বীপের গৃহহারা অনেক পরিবার এখানে র বেঁধে নতুন জীবন শুরু করে। কিন্তু শাসনিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ২০ বছর রও উড়িরচরের শিক্ষা ব্যবস্থার আজও ন্নয়ন হয়নি। ২০ হাজার জনগণের কটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি ভি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কটি নামমাত্র জুনিয়র হাইস্কুল রয়েছে খনে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির হার মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিচ্ছিন্ন চরটিতে কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারির অভাবে শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক। কর্তব্যরত শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা, প্রক্সি দিয়ে শিক্ষাদান বিদ্যালয়গুলোর প্রতিদিনের চিত্র। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়টির অবস্থা আরও করুণ। প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪০ জন হলেও বর্তমান এর সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। ৪ জন নিয়মিত ও ২ জন অনিয়মিত শিক্ষক দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চলছে। শিক্ষকরা বেতন পান মাত্র ৫০০ টাকা। তাও অনিয়মিত। স্কুল পরিচালনা কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও রাজনৈতিক কারণে নতুন কমিটি গঠন করা হচ্ছে না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ। সংস্কারের অভাবে স্কুলটির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্কুলটি যে কোন মুহূর্তে ভেঙে প অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। বর্ষাকা ছাতা মাথায় দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লা করতে হয়। স্কুলটির শৌচাগারের অব খুবই শোচনীয়। শিক্ষা গ্রহণের অনুকূ পরিবেশ না থাকায় প্রতি বছর প্রাথমি বিদ্যালয়গুলো থেকে পাস করা প্রায় ২০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এখানে ভর্তি হয় মা ৫০-৬০ জন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থে আদায় করা টাকা দিয়ে শিক্ষকদের বেত ও আনুষঙ্গিক খরচ চালাতে হয়। স্কুলে জায়গায় একটি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণে ব্যাপারে সন্দ্বীপ থেকে নির্বাচিত জাতী সংসদ সদস্য মোস্তফা কামাল পা প্রতিশ্রুতি দেন। তবে তা এখনও বাস্তবায় হয়নি। এদিকে শর্ত পূরণের অভা স্কুলটির রেজিস্ট্রেশনের পদক্ষেপ নে যাচ্ছে না বলে জানালেন ভারপ্রাপ্ত প্রধ শিক্ষক মুহাম্মদ হাসান। এ জন্য স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণী পাস কর লেখাপড়ার ইতি টানার দুর্ভাগ্য কখন দূ হবে তার হিসাব মিলাতে পারেন উড়িরচরের বঞ্চিত জনসাধারণ।

নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি বন্যা বয়, বাস্তবায়ন হয় না